"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এসেছেন তাই তাঁকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর শ্রীমতে চলতে থাকো, একের সাথেই সত্যিকারের প্রীতি রাখো"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের বাবার সাথে প্রীতি আছে, তাদের লক্ষণগুলি কীরকম হবে ?

*উত্তরঃ - বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি আছে তো এক তাঁকেই স্মরণ করবে, তাঁরই মতে চলবে। মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না। কারোর প্রতি ঘৃণা রাখবে না। নিজের সত্য-সত্য দৈনন্দিন চার্ট বাবাকে দেবে। কুসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে।

*গীতঃ- ধৈর্য ধরো রে হে মন...

ওম্ শান্তি । ব্রাহ্মণদের তো অবশ্যই ধৈর্য থাকবে কেননা ব্রাহ্মণদের পরমপিতা পরমাত্মার সাথে প্রীতি আছে - নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। সকলের একই রকম প্রীতি নেই। যেরকম বাবা মাম্মা আর বাচ্চারা নিজের নিজের অনুভব শোনায়। অহম্ আত্মা নিজের জন্য বলে। বাবা পুনরায় অহম্ পরমাত্মা বলবেন। অহম্ আত্মা বলে আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে অনেক স্মরণ করি কেননা আমি জানি - অর্ধেক কল্প আমি রাবণ রাজ্যে অনেক দুঃখ দেখেছি। এমন নয় যে শুরু থেকেই দুঃখ হয়েছে। না। রাবণ রাজ্যে ধীরে ধীরে দুঃখের বৃদ্ধি হয়। কলা কম হতে থাকে। অহম্ আত্মাকে এখন পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন প্রথমে তোমরা অব্যভিচারী ভক্তি করেছিলে, কেবল আমাকে স্মরণ করতে। পুনরায় ব্যভিচারী রজোগুণী ভক্তিতে এসে গেছো। এখন তো তমোগুণী ভক্তি হয়ে গেছে, যে-ই আসে তাকে পূজা করতে থাকে, একে বলা যায় ভূত পূজা, কেননা শরীর ৫ তত্ব দিয়ে তৈরি হয়েছে। ইনি অমুক স্বামী, কেবল ৫ তত্বের শরীরকে দেখে বলে। তার চরণে মাথা নোয়ায়। এটা হল তমোপ্রধান ভক্তি। এখন আমরা আত্মারা জানি যে পরমপিতা পরমাত্মা পুনরায় এসেছেন আমাদেরকে নিজেদের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, এইজন্য যতটা সম্ভব তাঁকে স্মরণ করতে থাকো। তাঁর নির্দেশ হলো নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। দেহী-অভিমানী ভব বা আত্ম-অভিমানী ভব। বাবা (ব্রহ্মা) শোনাচ্ছেন যে প্রতিমুহূর্তে বাবাকে ধন্যবাদ জানাই। বাবা তুমি আমাকে অন্ধকার থেকে বের করেছো। বাবার সাথেই আমার প্রীতি আছে। অন্যান্য সকলের হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, তারা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে পারবে না। লৌকিক বাচ্চাদের বাবার সাথে প্রীতি থাকে। বাবার মতে চলতে থাকে তো বাবাও খুশি (রাজি) হন। বাচ্চা যদি বাবার মত অনুসারে না চলে তো বাবা সন্তুষ্ট হন না, যারা বাবার মতে চলে না, তারা হল কুপুত্র। তো অসীম জগতের বাবাও বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম ভষ্মীভূত হয়ে যাবে। আমার হয়েছো তো কোনো পাপ কর্ম কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা করবে না। কখনো শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন করবে না। বাবা তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য বানাচ্ছেন তো বাবাকে কতই না ধন্যবাদ জানাতে হবে। তাঁর মতে না চললে তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পদ ভ্রষ্ট করে দেবে। যদিও আমরা এখানে নোংরাকে ভ্রষ্ট বলে থাকি কিন্তু সেখানে কম পদকে ভ্রষ্ট পদ বলা হয়। বাবা বলেন, ভালোভাবে প্রীতি লাগাও। যেরকম স্ত্রী পতিকে স্মরণ করে সেইরকম তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমার শ্রীমতে চলো। মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না। কারোর প্রতি ঘৃণা রাখবে না। প্রত্যেক আত্মা নিজের পার্ট পালন করছে।

তোমরা এখন জানো যে এই জন্ম হল ভবিষ্যতের জন্মের থেকেও উচ্চ জন্ম। এখানে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি। সত্যযুগে দৈবী সন্তান হব। এখানকার মহিমা অধিক। জগদম্বার থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মীর থেকে কি প্রাপ্ত হয় ? এই সব কথাকে নতুনরা কেউ বুঝতে পারবে না। অনেকেই তো আসে কিন্তু যাদের মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধি নেই তারা স্থির থাকতে পারেনা। বাবা-মাম্মা বাচ্চাদের মিত্র সম্বন্ধীরা তো অনেক আসে অথবা অফিসার ইত্যাদিরাও আসে, তখন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যদি তীর লেগে যায়, বেচারাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। শীঘ্রই বোঝা যায় যে ঈশ্বরীয় কুলের নাকি আসুরিক কুলের । প্রীতি আছে নাকি নেই। এখানে অনেকেই আসে, ঠিকও হয়ে যায়, পুনরায় বাইরে গিয়ে কুসঙ্গে অথবা মায়ার সঙ্গ পেয়ে বিকারী হয়ে যায়। লেখে যে আমরা হেরে গেছি। কিন্তু যদি না বলে তো আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। তোমাদের এখন বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি আছে। হ্যাঁ তোমাদেরই নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে প্রীত বুদ্ধি আছে। শিব বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, কখনো কোনো বিকর্ম করো না, শ্রীমতে চলতে থাকো। বাবার হয়েছ তো তোমাদের আচার আচরণও এই রকম হওয়া চাই। বাবার কাছে সবকিছু জানাতে হবে। বাবা মুক্তি-জীবন্মুক্তি, বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন আর বাচ্চাদের কাছে কি আছে, সেটা বাবার জানা নেই। বাবার কাছে তো সম্পূর্ণ দৈনন্দিন চার্ট আসা

চাই। আমাকে দিলে তোমাদের ক্ষতি কিছু হবে না। তারা তো সমস্ত টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিজেদের কাজে লাগিয়ে দেয়, আমি তো হলাম নিরাকার। বাচ্চারা তোমাদেরই কাজে লাগাই। যেরকম গান্ধীজি দেশের কাজে লাগিয়েছিলেন, এইজন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। গান্ধীজি কংগ্রেসী রাজ্য স্থাপন করেছেন। নাহলে তো এখানে রাজাদের রাজ্য ছিল। এখন বাবা পুনরায় নতুন রাজধানী, রাম রাজ্য স্থাপন করেছেন - এই কথা সমস্ত বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে না, যদি বসতো তাহলে খুশির পারদও চড়ে যেত। বাবার সাথে যোগ লাগাতে থাকবে। বাবা বলেন - পরমধামে বাবাকে স্মরণ করো, যেখানে যেতে হবে। এখন ড্রামা সম্পন্ন হচ্ছে। ড্রামাকে কেউ জানেইনা। আর না কারো আমার সাথে প্রীতি আছে। বলে যে আমরা পরম্পরা অনুসারে গঙ্গা স্নান করে আসছি। সত্যযুগেও কি গঙ্গা স্নান করেছিলে ? পরম্পরার অর্থও বোঝে না। বাবা বলেন এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে। তোমাদের বুদ্ধিতে ধৈর্য আছে। কেউ তো কিছুই বুঝতে চায় না। এখান থেকে বুঝে যখন বাইরে যায় তখন মায়া সবটাই খেয়ে নেয়। যেরকম মাছি মরে গেলে পিঁপড়েরা তার সবটাই শেষ করে ফেলে। এখানেও মরে গেলে তো পিঁপড়েরা নিয়ে সবটাই শেষ করে দেবে। মায়াও হল বলবান, কম নয়। অনেক বড় যুদ্ধ লাগবে। এখানে থেকেও ক্লাসে আসে না, তো বোঝা যায় যে, এ স্বর্গের মালিক হতে পারবেনা। কৃষ্ণ পুরীতে যেতে পারবেনা। কোনও মূল্য নেই। তোমরা যারা হীরের মত তৈরী হচ্ছ তোমাদেরই অনেক মূল্য আছে। তোমরা জানো যে আমরা ওয়ার্থ পাউন্ড (মূল্যবান) তৈরী হচ্ছি। এক পরিবারে একজন হংস আর একজন বক থাকলে তো খটাখটি অবশ্যই চলবে। এখানে তো বকদের থেকে দূরে থাকতে হবে। নোংরা পতিতদের হাতে তোমরা খেতেও পারো না। কিন্তু বাচ্চাদের বাবার প্রতি এতটাও ভালোবাসা থাকে না, সেইজন্য চিন্তা করে যে পেট কোথা থেকে ভরবে। আরে ভীল (প্রজাতি) যারা আছে, তারা কোথা থেকে খায় ? আজকাল তো কেউ গেরুয়া পোষাক পরে নিল তো ফ্রিতে পয়সা পেয়ে যেতে থাকে । সবাই পায়ে পড়তে থাকে, যারা আসে তারা মূর্তির সামনে পয়সা রেখে যায়, খুবই সহজ। এই দুনিয়াই হল এইরকম। বাচ্চাদের তো চিন্তন করতে হবে। এই দুনিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে তো স্বর্গে যেতে পারবে। কিন্তু যোগ্যও তো হতে হবে তাই না। পদও তো প্রাপ্ত করতে হবে তাই না। সেখানেও পোজিশনের পার্থক্য থাকে। পড়াচ্ছেন তো এক বাবা। কেউ রাজা রানী, কেউ চাকর বাকর, কেউ ধনী প্রজা। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অন্যান্য ধর্ম স্থাপকেরা রাজত্ব স্থাপন করে না। এইজন্য বাবা বলেন যে সাবধান থাকো। বিনাশ কালে সম্পূর্ণ প্রীত বুদ্ধি চাই। যত প্রীতি থাকবে ততই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে। স্মরণ করাও শেখানো হয়। বাবা বলছেন, বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করো। স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। আমি হলাম লাইট হাউস, মাঝি আমার নৌকাকে পারে নিয়ে যাচ্ছেন। এক চোখে শান্তিধাম আর এক চোখে সুখধাম রাখতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রত্যেক পার্টধারীর পার্ট দেখে, কারোর প্রতি ঘৃণা করবে না। মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকেই দুঃখ দেবে না।

২) বাবাকে নিজের সম্পূর্ণ দৈনন্দিন চার্ট দিতে হবে। বিনাশ কালে সম্পূর্ণ প্রীত বুদ্ধি হতে হবে। শ্রীমতে নিজের আচার-আচরণ শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। কুসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

বরদানঃ- সূক্ষ্ম পাপগুলির থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্তকারী সিদ্ধিস্বরূপ ভব

কোনো কোনো বাচ্চা বর্তমান সময়ে কর্মের গতির জ্ঞানে খুবই ইজি হয়ে গেছে, সেইজন্য ছোট-ছোট পাপ হতেই থাকছে। কর্ম ফিলোসফির (দর্শন) সিদ্ধান্ত হলো - যদি তুমি কারোর গ্লানি করো, কারোর করা ভুল সকলের কাছে ছড়িয়ে দাও বা কারো হ্যাঁ-তে হ্যাঁ-ও মেলাও তাহলেও পাপের ভাগী হয়ে যাবে। আজ তোমরা কারোর গ্লানি করছো তো কাল সে তোমার দ্বিগুণ গ্লানি করবে। এই ছোট ছোট পাপ সম্পূর্ণ স্থিতি প্রাপ্ত করতে বিঘ্ন রূপ হয়ে যায়। সেইজন্য কর্মের গতিকে জেনে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্লোগানঃ- আদি পিতার সমান হওয়ার জন্য শক্তি, শান্তি আর সর্বগুণের স্তম্ভ হও।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য :-

"নিরাকারী দুনিয়া অর্থাৎ আত্মাদের থাকার স্থান"

যখন আমরা নিরাকারী দুনিয়া বলি তো নিরাকারের অর্থ এটা নয় যে তার কোনো আকার নেই । কিন্তু কোনো দুনিয়া নিশ্চয়ই আছে যার স্থূল সৃষ্টির মতন আকার নেই। যেমন পরমাত্মা নিরাকার কিন্তু ওঁনার নিজের সূক্ষ্ম রূপ অবশ্যই আছে। আমরা আত্মাদের ও পরমাত্মার ধাম হল নিরাকারী দুনিয়া। তাই যখন আমরা দুনিয়া শব্দটি বলি, তো এর থেকে প্রমাণিত হয় ওই দুনিয়া আছে আর ওখানে কেউ থাকে। তাই তো দুনিয়া নাম হয়েছে। এখন দুনিয়ার লোক তো বোঝে যে পরমাত্মার রূপও হল অখন্ড জ্যোতি তত্ব । কিন্তু সেটা তো হল পরমাত্মার থাকার ঠিকানা, যাকে রিটায়ার্ড হোম বলা হয়। তাই আমরা পরমাত্মার নিবাস স্থানকে পরমাত্মা বলতে পারি না । এখন দ্বিতীয়টি হল আকারী দুনিয়া, যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর দেবতারা আকারী রূপে থাকেন আর এটা হল সাকারী দুনিয়া, যার দুটি ভাগ আছে। একটি হল নির্বিকারী স্বর্গের দুনিয়া, যেখানে অর্ধকল্প সর্বদা পবিত্রতা সুখ আর শান্তি আছে। দ্বিতীয়টি হল বিকারী কলিযুগী দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া। এখন এই দুই দুনিয়া কেন বলে ? কারণ এই যে মানুষ বলে যে স্বর্গ ও নরক উভয়ই পরমাত্মার রচনা করা দুনিয়া, এর ওপর পরমাত্মার মহাবাক্য হলো বাচ্চারা, আমি কোনো দুঃখের দুনিয়া রচনা করিনি। যে দুনিয়া আমি রচনা করি তা সুখের ছিল। এখন এই যে দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া, তা মনুষ্য আত্মারা নিজেরা নিজেকে আর আমি পরমাত্মাকে ভোলার কারণে এই হিসাবপত্র ভোগ করছে। বাকি এইরকম নয় যে সময় সুখ ও পুণ্যের দুনিয়া ছিল সেখানে কোন সৃষ্টি ছিল না। হ্যাঁ অবশ্যই ছিল। যখন আমরা বলছি যে ওখানে দেবতাদের বসস্থান ছিল তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে প্রবৃত্তি চলতো । কিন্তু বিকারী জন্মগ্রহণ ছিল না। যে কারণে কোনো কর্ম বন্ধন ছিল না। ওই দুনিয়াকে কর্ম বন্ধনহীন স্বর্গের দুনিয়া বলা হয়। তাহলে প্রথমটি হল নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয়টি হল আকারী দুনিয়া, তৃতীয়টি হল সাকারী দুনিয়া।

"ভগবানের আসার অনাদি রচনা করা প্রোগ্রাম"

এই যে মানুষ গান গায় হে গীতার ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা পালনে এসো। এখন উনি স্বয়ং গীতার ভগবান নিজের কল্প পূর্বের প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য এসেছেন আর বলছেন বাচ্চারা, যখন ভারতের উপর অতি ধর্মগ্লানি হয় তখন আমি এই সময় নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে অবশ্যই আসি। এখন আমার আসার মানে এই নয় যে আমি প্রতি যুগে যুগে আসি। সব যুগেতে তো কোনো ধর্ম গ্লানি হয় না । ধর্ম গ্লানি হয়-ই কলিযুগে, তাহলে বুঝতে হবে যে, পরমাত্মা এই কলিযুগেই আসেন। আর কলিযুগ আবার কল্প-কল্প আসে, তাই নিশ্চয়ই উনিও প্রতি কল্পে আসেন। কল্পতে আবার চার যুগ আছে, তাকেই কল্প বলা হয়। অর্ধকল্প সত্য যুগ, ত্রেতাতে সতোগুণ ও সতোপ্রধান হয়, সেখানে পরমাত্মার আসার কোনো দরকার হয় না । আবার দ্বাপর যুগ থেকে তো অন্য ধর্মের সূচনা হয়, ওই সময়েও অতি ধর্ম গ্লানি হয় না। এর থেকে সিদ্ধ হয় যে পরমাত্মা তিন যুগে আসেন না। বাকি থাকল কলিযুগ, যার শেষেতে অতি ধর্ম গ্লানি হয় । সেই সময় পরমাত্মা এসে অধর্মের বিনাশ ক'রে সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন। যদি দ্বাপরে এসে থাকেন তাহলে দ্বাপরের পর আবার সত্যযুগ হওয়া দরকার, তাহলে কলিযুগ কেন ? এইরকম তো বলব না যে পরমাত্মা ঘোর কলিযুগের স্থাপন করেছেন, এখন এই কথা তো হতে পারে না। সেইজন্য পরমাত্মা বলেন - আমি একজন-ই, একবারই এসে অধর্মের বিনাশ করে, কলিযুগের বিনাশ করে সত্যযুগের স্থাপনা করি। তাই আমার আসার সময় হল সঙ্গমযুগ-ই। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;